সংবাদ

তারিখ ... 23 SEP 2012
পৃষ্ঠা ২ ... কলাম ৬

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

পরিচালনা পরিষদে দলীয় কর্মকর্তা : অবাধে চলছে নিয়োগ বাণিজ্য

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদে দলীয় বিবেচনায়,সভাপতি ও সদস্য নিয়োগ পাওয়ায় সারাদেশে নিয়োগ ও ভর্তি বাণিজ্য চলছে বলে সরকারদলীয় সংসদ সদস্য ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানরা অভিযোগ করেছেন। তারা বলেন, শিক্ষার উন্নয়নে অবদান রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়ে পরিচালনা পরিষদকে আর্থিক স্বার্থে ব্যবহার করছে স্থানীয় প্রভাবশালীরা। তারাই এখন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশব্যাপী চলছে এ নৈরাজ্য। কিন্তু প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারছে না শিক্ষা প্রশাসন।

এ বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হতে হবে দল নিরপেক্ষ। কারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে উঠছে। তাদের গড়ে তোলার স্বার্থেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দলীয় প্রভাব থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। তিনি বলেন, বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শতভাগ বেতনভাতা সরকার দিচ্ছে না। আর এগুলো পরিচালনা করছে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হলো অসংখ্য প্রতিষ্ঠান কতগুলো স্বার্থের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। কেউ কেউ পরিচালনা পরিষদের ঢুকে ভর্তি বাণিজ্য করছে, শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের নামে অর্থ কামাচ্ছে এবং প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় অনৈতিক খবরদারি করছে। 'বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা পরিষদ : অভিজ্ঞতা ও করণীয়' শীর্ষক এক গোলটেবিল আলোচনায় বিশিষ্ট নাগরিকরা এসব অভিযোগ করেন। গতকাল রাজধানীর নিয়োগ : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৫

নিয়োগ : বাণিজ্য

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মতিঝিলের একটি অভিজাত হোটেলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এ সভার আয়োজন করে। স্থায়ী কমিটির সভাপতি রাশেদ খান মেননের সঞ্চালনায় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। বক্তব্য রাখেন শিক্ষা সম্পর্কীয় সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য জিয়াউর রহমান, কাজী ফারুক কাদের ও অধ্যক্ষ শাহ আলম।

সংসদ সদস্য কাজী ফারুক কাদের অভিযোগ করেছেন, সারাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়োগ বাণিজ্য শুরু হয়েছে। এটা এখন বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্থানীয় লোকজন স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি (এসএমসি) এবং কলেজের গভর্নিং বডিতে (জিবি) আসেই বাণিজ্য করতে। এ বাণিজ্য নিয়ে কথায় কথায় চলে মামলা। এভাবে মামলা চলতে থাকলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়বে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

মামলা মানুষের মৌলিক অধিকার- এমন মন্তব্য করে তিনি বলেন, কথায় কথায় কিংবা সব বিষয়ে যাতে মামলা না করা যায় সে সম্পর্কে একটি নীতিমালা প্রণয়ন জরুরি। মামলার বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করে সংসদ সদস্য জিয়াউর রহমান বলেন, শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ বাড়াতে হবে। শিক্ষায় এখন যে পরিমাণ বরাদ্দ দেয়া হয়, তা দিয়ে কোন সভ্য দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হতে পারে না। তিনি বলেন, গ্রামাঞ্চলের অসংখ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান হলেন জেলা প্রশাসকরা। অথচ তারা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যান না। আলোচনায় অংশ নিয়ে মিরপুরের মণিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের অধ্যক্ষ ফরহাদ হোসেন বলেন, বর্তমানে ৩ ধরনের শিক্ষক আছেন। তারা হলেন আপাতত শিক্ষক, অগত্যা শিক্ষক ও প্রকৃত শিক্ষক। বর্তমানে প্রকৃত শিক্ষকের হার খুবই কম। নিজ প্রতিষ্ঠানকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, গভর্নিং বডির দায়িত্ব হলো নজরদারি করা। কিন্তু নজরদারি খবরদারিতে পরিণত হলে একাডেমিক কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়।

ভিকারুন নিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ মঞ্জু আরা বেগম জানান, তার প্রতিষ্ঠানে ৪ মাস ধরে কোন পরিচালনা পরিষদ নেই। এতে প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় নানা সমস্যা হচ্ছে। তিনি বলেন, প্রতিষ্ঠানের খ্যাতি যেমন বেড়েছে, তেমনি ভর্তির চাপও বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষক নিয়োগ ও ছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে গভর্নিং বডির চাপ থাকে। তিনি বলেন, গভর্নিং বডির নির্বাচনে কালো টাকার ছড়াছড়ি বন্ধ হওয়া দরকার। নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে সম্ভাব্য প্রার্থীরা ছাত্রীদের রজনীগন্ধা ফুল ও আইসক্রিম উপহার দিচ্ছে। মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ ড. শাহান আরা বেগম বলেন, যারা গভর্নিং বডির নির্বাচন করবে তাদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা উচিত। কারণ এসব প্রার্থী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সৌজন্যমূলক আচরণ করছে না। নির্বাচনে পরাজিত হয়ে প্রার্থীরা মামলা করেছে। এতে প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হচ্ছে। আলোচনায় অংশ নিয়ে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ফাহিমা খাতুন বলেন, যাদের স্কুল পর্যন্ত পড়ালেখা নেই, তারা যখন স্কুল ও কলেজের পরিচালনা পরিষদে আসেন তখন আমাদের খুব খারাপ লাগে। তিনি স্কুলের পরিচালনা পরিষদের সদস্যের যোগ্যতা কমপক্ষে এইচএসসি এবং কলেজের গভর্নিং বডির সদস্যের যোগ্যতা স্নাতক করার পরামর্শ দেন।

এ বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ডিগ্রি দিয়ে মেধা ও সততার মূল্যায়ন সম্ভব নয়। কারণ বড় বড় ডিগ্রিধারীই এখন বেশি দুর্নীতি করছে। একজন লোক ডিগ্রিধারী হলেই তিনি প্রতিষ্ঠান ভালো চালাবেন সেটা ঠিক নয়। তবে স্থানীয় শিক্ষানুরাগী (শিক্ষিত বা অশিক্ষিত), অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, সরকারি কর্মকর্তাদের পরিচালনা পরিষদে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এছাড়া যাদের জীবনের শিক্ষায় সততা, মেধার প্রমাণ আছে, তাদের পরিচালনা পরিষদে প্রাধান্য দেয়া যেতে পারে।

শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বলেন, আমরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সহযোগিতা প্রত্যাশা করি। কিন্তু সহযোগিতার নামে প্রতিষ্ঠানের ওপর চেপে বসবেন, তা আশা করি না।

সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক প্রফেসর আতাউর রহমান, শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ ও সমন্বয়কারী আজিজুল ইসলাম, যুগ্ম সচিব (মাধ্যমিক) এসএ মাহমুদ, সাবেক সচিব ড. ফজলুর রহমান এবং শীর্ষস্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান ও পরিচালনা পরিষদের সদস্যরা।